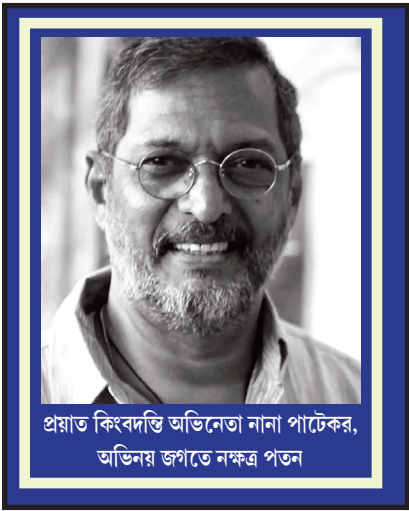
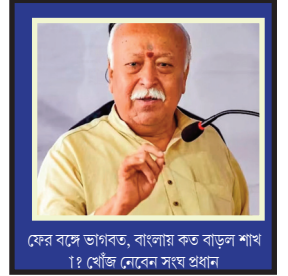




প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা নানা পাটেকর,
অভিনয় জগতে নক্ষত্র পতন

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



ফের বদে ভাগলত, বাংলায় কত বাড়ল শাখ
১? খোঁজ নেনেন সংঘ প্রধান

২০ আশ্বিন ১৪৩৩। বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬০৪ সংখ্যা ১৮ পাতা

হাউথিদের সঙ্গে সম্মুখ
সমরে পাকিস্তান! ইয়েমেনে
ভয়ংকর বোমাবর্ষণ পাক
যুদ্ধবিমানের



মার্কিন স্বার্থে যা?
বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয়
কুস্তিগিরদের ভিসা দিল না
ট্রান্সপের দেশ



বারাণসীতে ৮০
কোটির
'পশ্চিমবঙ্গ ভবন'
তৈরি করবে রাজ্য



আমি বেঁচে থাকতে কালিয়াচক-মোথাবাড়ি হতে দেব না, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

টিনা প্রামাণিক, নয়া
জামানা, মালদহঃ
কালিয়াচকের ঘটনা
নিয়ে কড়া বার্তা মুখ
্যমন্ত্রীর, ধর্ম
পরিবর্তনের
পুনরাবৃত্তি রুখতে
কড়া অবস্থানের
ইশিয়ারি। অতীতে
কালিয়াচকে ঘটে
যাওয়া ধর্ম



পরিবর্তনের ঘটনা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া
ব্যক্ত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানান, এই ধরনের
ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোনোভাবেই বরদাস্ত
করা হবে না। জনসমক্ষে নিজের অবস্থান
পরিষ্কার করে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় কণ্ঠে জানান,
তিনি বেঁচে থাকতে মোথাবাড়ি এবং
কালিয়াচকের মতো স্পর্শকাতর ঘটনার
পুনরাবৃত্তি আর কখনোই হতে দেবেন
না। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে প্রশাসনিক ও
রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি
হয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলের সামাজিক ও
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা যে রাজ্য
সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার, তা তাঁর

মন্তব্য থেকে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে
গেল। এলাকাগুলোর অতীত ইতিহাস ও
সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে
প্রশাসনকে আরও সতর্ক ও সক্রিয় থাকার
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও ইঙ্গিত
দেন যে, ভবিষ্যতে যদি কেউ কালিয়াচক
বা মোথাবাড়ির মতো এলাকায় কোনো
ধরনের অসামাজিক বা উসকানিমূলক কাজ
করে সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা
করে, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোরতম
প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এলাকার শান্তি, সুরক্ষা এবং দীর্ঘদিনের
সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখাই সরকারের প্রধান
লক্ষ্য বলে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ঐশীর উপর আক্রমণে নাটক

বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলায় সরব সেই মমতাই

নয়া জামানা : বছর পাঁচেক আগে
জেএনইউ-তে আক্রান্ত তরুণ বামনেত্রী
ঐশী ঘোষের মাথার ব্যাভেজকে নাটক
বলে কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেননি
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
সেই মমতাই এ বার ক্ষমতা হারানোর পর
ক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রবীণ বাম নেতা
তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন
ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার ঘটনায়। দিল্লি
রওনা হওয়ার আগে কালীঘাটে
ভূগমূলনেত্রী ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।
জানান, বিকাশবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা
হয়েছে তাঁর। দিল্লি থেকে ফিরে সাক্ষাৎও
করবেন। ২০২০ সালে দিল্লির জওহরলাল
নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলায় মাথায় চোট
পেয়েছিলেন তৎকালীন ছাত্র সংসদের
সভাপতি ঐশী। তাঁর ব্যাভেজকে নাটক
বলায় তখন বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। এ বার
বামনেতার বাড়িতে আক্রমণে অবশ্য
নাটক নয়, চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন মমতা।
এ দিন তিনি বলেন, রাজনৈতিক কন্নী ও
তাঁদের পরিবারের উপর বিভিন্ন সময়ে
হামলা হতে দেখেছি। এ বার কলকাতার
প্রাক্তন মেয়র তথা প্রবীণ আইনজীবীর
বাসভবনেও আক্রমণ হয়েছে। শোনা

যাচ্ছে, লোকজন বাড়িতে ঢুকে
পরিবারগুলিকে ভয় দেখাচ্ছে। এটা কি
গ্রহণযোগ্য? অতীতে কি এমন কিছু
ঘটেছে? ঘটনাটি ঠিক কী? ইএম বাইপাস
লাগোয়া পূর্বলোক এলাকায়
বিকাশরঞ্জনবাবুর বাড়ি। তাঁর অভিযোগ,
বৃহস্পতিবার সকালে বাইকে চেপে বেশ
কয়েকজন যুবক তাঁর বাড়ির সামনে হাজির
হয়। প্রত্যেকের মুখ ঢাকা ছিল। বাইকের
নম্বর প্লেটও কালো কাপড়ে ঢাকা থাকায়
কাউকেই চেনা যায়নি বলে দাবি সিপিএম
নেতার। তাঁর কথায়, হঠাৎই বাড়ি লক্ষ্য
করে একের পর এক ইট ছুড়তে শুরু করে
দুষ্কৃতারা। ভেঙে যায় জানলার কাচও।
বিকাশরঞ্জনবাবুর অভিযোগ, পরিকল্পনা
করেই এই হামলা চালানো হয়েছে। মুখ
ঢাকা যুবকদের পরিচয় এখনও অজানা,
কারণ বাইকের নম্বর প্লেটও ঢাকা ছিল,
এমনই দাবি বাম নেতার। ঐশীর ঘটনায়
মমতার মন্তব্য এবং বিকাশরঞ্জনের
বাড়িতে হামলায় তাঁর প্রতিক্রিয়ার ফারাক
নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। ক্ষমতায়
থাকাকালীন আক্রান্তের ব্যাভেজে যিনি
নাটকের গন্ধ পেয়েছিলেন, ক্ষমতা
হারানোর পর নিন্দায় সরব হলেন।

মানিকচকে মহাপ্যাকেজ

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ঘরভাঙাদের ক্ষতিপূরণ-ডিএ ঘোষণা

টিনা প্রামাণিক, নয়া জামানা,
মালদহ মালদার মানিকচকে বন্যা
পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর
বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারী। রত্না ও মানিকচকের
বিপর্যস্ত এলাকাকে বাঁচানোর জন্য
বিশেষ প্রশাসনিক সভা করার কথা
জানান তিনি। তিনি বলেন,
ইতোমধ্যেই ২৪২ কোটি টাকার
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির জন্য ১ লক্ষ
৮০ হাজার টাকা এবং আংশিক
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির ক্ষেত্রে ৯০ হাজার
টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান
করা হবে।

পাশাপাশি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৫
হাজার পরিবারকে ত্রিপুরা, মশারি
ও নতুন পোশাক দেওয়ার
প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। শুধু তাই নয়,
জেলায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে
আম প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরির
উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়।
কৃষকদের সুবিধার জন্য 'পিএম



কিষণ যোজনা'য় অতিরিক্ত ৩
হাজার টাকা প্রদান এবং বিধবা
ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে
১,৫০০ টাকা করার কথা বলেন।
এছাড়া রাজ্যে ১২৫ দিনের কাজের
নিশ্চয়তা এবং আগামী ৬ মাসের
মধ্যে পঞ্চায়েতে স্তরে জব কার্ড
হোল্ডারদের ৩৪,৫০০ টাকা করে
দেওয়ার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।
সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৬

অক্টোবরের আগে ২০ শতাংশ
ডিএ সহ বেতন প্রদানের ঘোষণা
এবং যাঁদের আয়ুস্মান ভারত নেই,
তাঁদের জন্য
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমার মাধ্যমে সারা
ভারতের ৩৮ হাজার হাসপাতালে
বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা
দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। দুর্নীতি
প্রসঙ্গে কঠোর বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী
জানান, আবাস যোজনা ও ১০০

দিনের কাজের ভূয়ো
সুবিধেভোগীদের টাকা ফেরত
দিতে হবে এবং দোষীদের জেলে
যেতে হবে। দলমত ও ধর্ম
নির্বিশেষে সকলের কাছে উন্নয়ন
পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার
পাশাপাশি জেলাশাসকদের
মাধ্যমে দ্রুত সিএ সার্টিফিকেট
হস্তান্তরের কথা নিশ্চিত করেন
তিনি।

নভেম্বরের শেষেই পুরভোট

২৮ নভেম্বর নির্বাচন, গণনা ২ ডিসেম্বর

নয়া জামানাঃ পূজোর পরই শহর কলকাতা-সহ
রাজ্যের সাতটি পুরনিগমে ভোট দিন ঘোষণা
করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আগামী
২৮ নভেম্বর ওই পুরনিগমগুলিতে ভোটগ্রহণ
এবং গণনা হতে পারে ২ ডিসেম্বর। বুধবার
নবাবের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর
রাজ্য সরকারের কাছে এই নির্বাচনী নির্ঘণ্টের
প্রস্তাব পাঠিয়েছে কমিশন। নবাব থেকে সবুজ
সঙ্কেত মিললেই জারি হবে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি
। কমিশন সূত্রে খবর, দুর্গাপুজোর আবহ
কাটলেই সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা
সেরে ভোটের দিনক্ষণ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করা
হতে পারে। পুরনিগমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে
বুধবার কার্যত ম্যারাথন বৈঠক করেন রাজ্য
নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্তা। এদিন দু'দফায়
আলোচনা হয়। প্রথম বৈঠকে হাজির ছিলেন
রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য
পুলিশের ডিজি। সেখানে মূলত ভোট
পরিচালনার পরিকাঠামো এবং পর্যাণ্ড নিরাপত্তা
ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া
হয়েছে। প্রতিটি বুথে পর্যাণ্ড পুলিশ মোতায়েন
এবং সার্বিক নিরাপত্তার ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে রাজ্য

পুলিশের শীর্ষ মহলের কাছে একটি বিস্তারিত
রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন। এরপরেই
সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলাশাসকদের সঙ্গে
পৃথক বৈঠকে বসেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার।
ভোটের প্রস্তুতি কত দূর এগিয়েছে, প্রতিটি
পুরনিগমের প্রশাসনিক পরিস্থিতি কী, তার খ
ুঁটিনাটি খোঁজ নেন তিনি। সেই সঙ্গেই
জেলাশাসকদের কড়া বার্তা দিয়ে কমিশনার
স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যে কোনও মূল্যে নির্বাচনকে
অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হিংসামুক্ত রাখতে
হবে। অশান্তির কোনও ঘটনা যাতে না-ঘটে,
তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
প্রশাসনের নিচুতলা পর্যন্ত প্রশাসনিক সূত্রে খ
বর, কলকাতা এবং হাওড়া-সহ পুরনিগমগুলির
প্রাথমিক নির্বাচনী প্রস্তুতি কার্যত শেষ পর্যায়ে
পৌঁছে গিয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার ওয়ার্ড
পুনর্বিন্যাস অর্থাৎ ডিলিমিটেশনের কাজ
ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ। ওয়ার্ডভিত্তিক সংরক্ষণের
তালিকাও প্রায় চূড়ান্ত। ফলে ভোট ঘোষণার
ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোনও বাধা আর অবশিষ্ট
নেই। সাতটি পুরনিগম (কলকাতা, হাওড়া,
বিধাননগর, শিলিগুড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর,

চন্দননগর)-এর মধ্যে কমিশনের সবচেয়ে বড়
নজরে রয়েছে কলকাতা ও হাওড়া। হাওড়া
পুরনিগমে প্রায় ৮ বছর ধরে নির্বাচিত কোনও
পুরবোর্ড নেই, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসক বসিয়েই
কাজ চালানো হচ্ছে। একইভাবে নির্বাচিত
বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কলকাতা
পুরনিগমও এখন প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই
দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে দ্রুত নির্বাচিত বোর্ড
গড়ার তাগিদ রয়েছে প্রশাসনের
অন্দরেও বিশেষ করে এই তৎপরতার পিছনে
কাজ করছে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণা।
ইতিপূর্বেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট
ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, আগামী ৭
ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরনিগমে নির্বাচিত
পুরবোর্ড দায়িত্ব নেবে মুখ্যমন্ত্রীর এই
ডেডলাইনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই নভেম্বরের
শেষ সপ্তাহে ভোট করানোর পরিকল্পনা
সাজিয়েছে কমিশন। আগামী ২ ডিসেম্বর ভোট
গণনা সম্পন্ন হলে ৭ ডিসেম্বরের নির্দিষ্ট
সময়সীমার আগেই নতুন পুরবোর্ড গঠন করা
সম্ভব হবে। এখন কেবল নবাবের আনুষ্ঠানিক
সম্মতির অপেক্ষা।





৮ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

PCOD- PCOS সমস্যা, কারণ ও সমাধান-জানালেন ডাঃ অরূপ আগরওয়াল

বর্তমান সময়ে কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে PCOD ও PCOS নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। অনিয়মিত খাদ্য, ওজন বৃদ্ধি, মুখে ব্রণ, অতিরিক্ত লোম গজানো-সহ নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই সমস্যায় কিন্তু কেন এই সমস্যা হচ্ছে? জীবনযাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটা? চিকিৎসাই বা কী? PCOD-PCO(নিয়ে নানান প্রশ্নের উত্তর জানতেই মালদার স্বনামধন্য স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ আগরওয়ালের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় সংবাদ নয়া জামানার প্রতিনিধি টিনা প্রামানিক।



প্রশ্ন PCOD - PCOS কী? চিকিৎসাবিজ্ঞানে বর্তমানে এই সমস্যাকে কীভাবে দেখা হয়?

উত্তর-PCOD এর পুরো নাম Polycystic Ovarian Disease এবং PCOS-এর পুরো নাম Polycystic Ovary Syndrome। কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে এই সমস্যা অত্যন্ত পরিচিত। এর সঙ্গে হরমোন, বিপাকীয় সমস্যা এবং জীবনযাত্রার নানা বিষয় জড়িত থাকতে পারে। বর্তমানে এ সমস্যাকে আরও বিস্তৃতভাবে বিপাকীয় ও হরমোনজনিত সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অবস্থান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রশ্ন বর্তমান সময়ে PCOD বা PCOS কে এত বেশি আলোচিত সমস্যা বলা হচ্ছে কেন?

উত্তর-বর্তমানে এটি তরুণীদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। অনেক পরিবারেই মেয়েদের অনিয়মিত মাসিক, ওজন বৃদ্ধি বা হরমোনজনিত নানা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। ফলে PCOD বা PCOS নিয়ে

সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন PCOD বা PCOS হলে কী কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে?

উত্তর-বেশ কিছু সাধারণ উপসর্গ দেখা যেতে পারে। যেমন মাসিক অনিয়মিত হওয়া, শরীরে অতিরিক্ত লোম গজানো, মুখে ব্রণ, ঘাড়ের চারপাশে ত্বক কালচে হয়ে যাওয়া, ওজন বৃদ্ধি এবং শারীরিকভাবে অলসতা বা কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া। তবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সব উপসর্গ একই রকম নাও হতে পারে।

প্রশ্ন PCOD বা PCOS বাড়ার পিছনে প্রধান কারণ কী?

উত্তর-জীবনযাত্রার পরিবর্তন এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত। বর্তমানে জাক্স ফুড ও ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রম ও খেলাধুলা কমে গিয়েছে দীর্ঘ সময় মোবাইল, কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে কাটানো, পড়াশোনা ও টিউশনের চাপ সব মিলিয়ে অনেকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়

শারীরিক সক্রিয়তা কমেছে। পরিবেশগত বিভিন্ন কারণও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রশ্ন P COD বা PCOS নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী?
উত্তর-সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ Lifestyle Change। পাশাপাশি রোগটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও সচেতনতা থাকা দরকার। বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যদেরও বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন Lifestyle Change এর ক্ষেত্রে কী কী বিষয় মেনে চলা উচিত?

উত্তর-মূলত দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং নিয়মিত ব্যায়াম। অতিরিক্ত ফাস্টফুড ও জাক্স ফুড এড়িয়ে পুষ্তিকর ও সুস্বাদু খাবারের দিকে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম কিংবা খেলাধুলার অভ্যাস তৈরি করা প্রয়োজন। শিশু-কিশোরীদের গুণ্ডা পড়াশোনার মধ্যে আটকে না রেখে শারীরিকভাবে সক্রিয় রাখাও জরুরি।

প্রশ্ন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণত কীভাবে এগোন চিকিৎসকরা?

উত্তর-প্রথমে রোগীর সমস্যা, উপসর্গ এবং অবস্থার গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হয়। রোগী ও পরিবারের সদস্যদের রোগটি সম্পর্কে বোঝানো হয় এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসক নির্দিষ্ট ওষুধও দিতে পারেন। রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসার ধরন ও সময়কাল নির্ধারণ করা হয়।

প্রশ্ন PCOD বা PCOS হলে কি অতিরিক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন আছে?

উত্তর-আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সমস্যাটিকে অবহেলা করাও ঠিক নয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার পরিবর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই উপসর্গ ও হরমোনজনিত সমস্যা যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

প্রশ্নসময়মতো চিকিৎসা না করলে ভবিষ্যতে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

উত্তর-PCOS বা সংশ্লিষ্ট হরমোনজনিত সমস্যা দীর্ঘদিন অবহেলা করলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হতে পারে। অনিয়মিত মাসিকের সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে ডিম্বেষ্টিটনের সমস্যা তৈরি হয়ে গর্ভধারণে অসুবিধা হতে পারে। তাই ভবিষ্যতে জটিলতা এড়াতে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আপনার কী বার্তা?

উত্তর-মেয়েদের মাসিক অনিয়মিত হলে বা শরীরে অস্বাভাবিক কোনও পরিবর্তন দেখা দিলে বিষয়টি লুকিয়ে না রেখে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি ছোট থেকেই সুস্বাদু খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সচেতনতা ও সময়মতো চিকিৎসাই অনেক সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।





৮ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

এশিয়া কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয়জয়কার

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানাঃ নবম এশিয়া কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অসামান্য পারদর্শিতার অনন্য নজির স্থাপন করে সারা প্রতিযোগিতা জুড়ে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থান দখলের মধ্যে দিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা মাথায় তুলে নিলেন ভারতীয় দলের প্রতিযোগীরা। সেই সঙ্গে তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াস্থানে নিজেদের অসামান্য দক্ষতা ও পারদর্শিতার নজির সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের শ্রেষ্ঠত্বকে এক উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশমাতৃকার সুনাম শতগুণে বৃদ্ধি করলেন। প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ হিসেবে ভারতের মুম্বাইয়ে আশ্বিনী স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এশিয়ান শিটো-রিউ স্পোর্টস ক্যারাটে-ডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নবম এশিয়া কাপ আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে নেপাল, এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান পায় শ্রীলংকা ও মালয়েশিয়া। এই



আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালয়েশিয়া থেকে প্রায় ১২০০ থেকে ১৫০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট সহ অন্যান্য রাজ্যের প্রতিযোগীরা বিভিন্ন বয়স ও ওজন বিভাগে সাব-জুনিয়র, জুনিয়র, ক্যাডেট ও সিনিয়র অংশগ্রহণ করেন। ট্রাডিশনাল শোটো ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি তথা বিশিষ্ট ক্যারাটে গবেষক ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ড.

মৌসুমী পালের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৮ জনের একটি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুও উল্লেখযোগ্য অবদানের নজির স্থাপন করে। সম্মিলিতভাবে ১১টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য এবং ১৩টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করে অভিসিক্তা রায়, অদ্বিতীয়া চিনা, সৌরীমা পাণ্ডা ও ইসরাত জাহান প্রমুখ। ড. মৌসুমী পাল বলেন, এই সাফল্য প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

স্বাস্থ্যসেবায় সিআইআই-এর মেগা ইভেন্ট জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার

নয়া জামানা, কলকাতাঃ ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ডঃ (শ্রীমতী) সুচিত্রা কে এলা, সিআইআই র সভাপতি।

যা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব পরিষেবা ও ক্রীড়া বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ ইন্দ্রনীল খান কলকাতায় সিআইআই কর্তৃক আয়োজিত হেলথকেয়ার ইন্সট'-এর ২০তম সংস্করণে এই কথা বলেন। জনাব খান

মানসিক সুস্থতা এবং শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়েরই প্রচারের প্রয়োজনীয়তার উপর আরও জোর দেন এবং রাজ্য জুড়ে আরও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে আরও দৃঢ় সহযোগিতার পক্ষেও মত দেন। পিয়ারলেস



জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী জয়ন্ত রায় স্ব স্ব বাংলা, বিকশিত বাংলার রূপকল্প নিয়ে কথা বলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের জিএসডিপি-তে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ৩.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করার পক্ষে মত দেন সিআইআই

(এআই), রোবোটিক্স এবং টেলিমেডিসিনের সমন্বয়ের বিষয়ে কথা বলেন। সিআইআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শ্রী রূপক বরুয়া রাজ্যে আয়ুজ্ঞান ভারত প্রকল্প গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। যেখানে রাজ্যের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এবং নেতৃত্বে নারীদের জন্য সুযোগ নিয়ে আলোচনা করার জন্য নারী উদ্যোক্তাদের একত্রিত করা হয়েছিল।

পুজোর ভিড় সামলাতে প্রস্তুত নিচ্ছে শিয়ালদহ ডিভিশন

স্মৃতি সামন্ত, নয়া জামানা, কলকাতাঃ দুর্গাপুজোর ভিড় সামলাতে এ বার বাড়তি প্রস্তুতি শিয়ালদহ ডিভিশনের। ১৬ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৫১টি স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে।

গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩১। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এর মধ্যে ৩৮টি ওভারনাইট স্পেশাল এবং সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে ১৩টি ট্রেন চলবে।

১০ থেকে ১৫ অক্টোবর শিয়ালদহ-লালগোলা শাখাতেও চলবে প্রি-পুজো স্পেশাল। পুজোর দিনগুলিতে দুপুর ২টার পর নিজ নিজ উৎস স্টেশন থেকে ছাড়া সব শহরতলির মেমু এবং ইএমইউ ট্রেন প্রতিটি স্টেশনে দাঁড়াবে।

পুজোর সময় প্যান্ডেলমুখী যাত্রীদের চাপ সামলাতেই এই ব্যবস্থা বলে রেল সূত্রে খবর উত্তর, মেন এবং দক্ষিণ শাখায় সন্ধ্যার পিক আওয়ারে ১৩টি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। পাশাপাশি রাতভর যাতায়াতকারী এবং প্যান্ডেল দর্শনার্থীদের জন্য তিন



শাখা মিলিয়ে চলবে ৩৮টি ওভারনাইট স্পেশাল ইএমইউ। ফলে রাতের শহরতলির বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের সুযোগ বাড়বে। শুধু ট্রেন পরিষেবা নয়, নিরাপত্তা ও যাত্রী পরিষেবাতেও জোর দিয়েছে শিয়ালদহ ডিভিশন।

২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্য চালু থাকবে বিশেষ ওয়ার রুম। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে বাড়ানো হবে যাত্রী সহায়তা ও পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা। বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে

নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকবেন রেলের কর্মীরা শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাজেনা বলেন, দুর্গাপুজো বাংলার অন্যতম বড় উৎসব। যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ যাত্রা নিশ্চিত করাই রেলের অগ্রাধিকার। ওভারনাইট পরিষেবা, ২৪ঘণ্টা ওয়ার রুম এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে বাড়তি যাত্রী পরিষেবার মাধ্যমে প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে।

তদন্তের তথ্য ফাঁস হচ্ছে, গোপনীয়তা রক্ষায় হাই কোর্টে অভিষেক

নয়া জামানাঃ ব্যক্তিগত তথ্য ও পুলিশি তদন্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হওয়ার অভিযোগ তুলে এবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ কালীঘাট তৃণমূল লোকসভা নির্বাচনী এলাকা থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তদন্তের গোপন তথ্য, জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়গুলি সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে যেমন তদন্ত প্রভাবিত হচ্ছে, তেমনি মর্যাদাস্কুধ হচ্ছে বলে আদালতে জানান অভিষেকের আইনজীবী।

গোপনীয়তার অধিকার মনে করিয়ে এই ধরনের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন জানান ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ। অভিষেকের এই আবেদনে হস্তক্ষেপই করল না হাই কোর্ট। উপযুক্ত বেঞ্চ মামলার পরামর্শ বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের। এদিন আদালতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী আবেদন করেন, আমার বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে। আমার অধিকার আছে আমার ব্যক্তিগত তথ্য যাতে বাইরে না আসে, তদন্তের অগ্রগতি বা তদন্তের সব কিছু মিডিয়ার সামনে আসা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তদন্তকারী



সংস্থা ও কিছু প্রাইভেট মিডিয়া সেগুলি প্রকাশ্যে আনছে। যার ফলে সার্বিক তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে। এরপরেই সম্মানহানির প্রসঙ্গে তুলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। বলেন, আমার মানসম্মান আছে। দুর্নীতি করতে তথ্য সামনে আনা হচ্ছে। একটি গাইডলাইন থাকা দরকার। তদন্তকারীরা কী জিজ্ঞাসা করছে, তাও সামনে আসছে। এর আগেও এই আদালত এমন নির্দেশ দিয়েছে। মিডিয়া আমার বিরুদ্ধে প্রচার করছে। তদন্তকারী সংস্থা আমার বিরুদ্ধে কিছু তথ্য ফাঁস

করছে। আমার সম্মানের বিনিময়ে ফুটেজ তৈরি হচ্ছে যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন খারিজ করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তাঁর বক্তব্য ছিল, এতে আদালত কী হস্তক্ষেপ করবে? এই বিষয়ে আদালতের এন্ট্রয়ারভুক্ত নই। পুলিশের সম্পর্কিত বিষয় হলে আদালত সেই মামলা শুনতে পারে না। আমি মামলা খারিজ করছি না। আপনাদের বলব, উপযুক্ত বেঞ্চ গিয়ে মেনশন করুন। এরপরই মামলা ছেড়ে দেন বিচারপতি রাও।

শাহজাহানের জামিনের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি

নয়া জামানাঃ সন্দেহখালির তৎকালীন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের জামিনের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়। এদিন শাহজাহানের জামিনের আবেদন শুনতে চাননি তিনি। নিয়ম অনুযায়ী, মামলাটি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের বেঞ্চ ফেরত গিয়েছে। পরবর্তী শুনানি

কোন বেঞ্চ হবে, তা এ বার ঠিক করবেন প্রধান বিচারপতিই সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় জামিন চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শাহজাহান। এর আগে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিলেন বিচারপতি শুভা ঘোষ রায়। সেই নির্দেশের পর নতুন করে জামিনের আর্জি জানানো হয় হাই কোর্টে। কিন্তু বৃথবার

সেই আবেদন শুনতে রাজি হননি বিচারপতি সিংহ রায়। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে রেশন দুর্নীতি মামলায় আর্থিক তহররপের অভিযোগের তদন্তে সন্দেহখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায় ইডি। অভিযোগ, তাঁর বাড়ির সামনে ইডি আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শাহজাহানের অনুগামীরা। পরিস্থিতি পরে

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগও ওঠে। ওই ঘটনার তদন্তভার পরে নেয় সিবিআই। সেই মামলাতেই জামিনের আবেদন করেছেন শাহজাহান। বিচারপতি সিংহ রায় মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এখন নতুন বেঞ্চ শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর জামিনের আর্জি।

সম্পাদকীয়

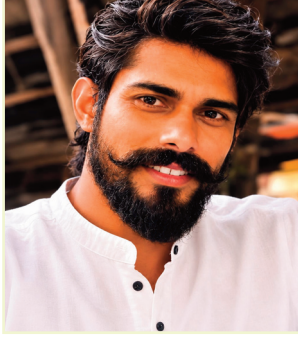
৮ অক্টোবর ২০২৬ ৥ বৃহস্পতিবার

নানা, তারকার বাইরে

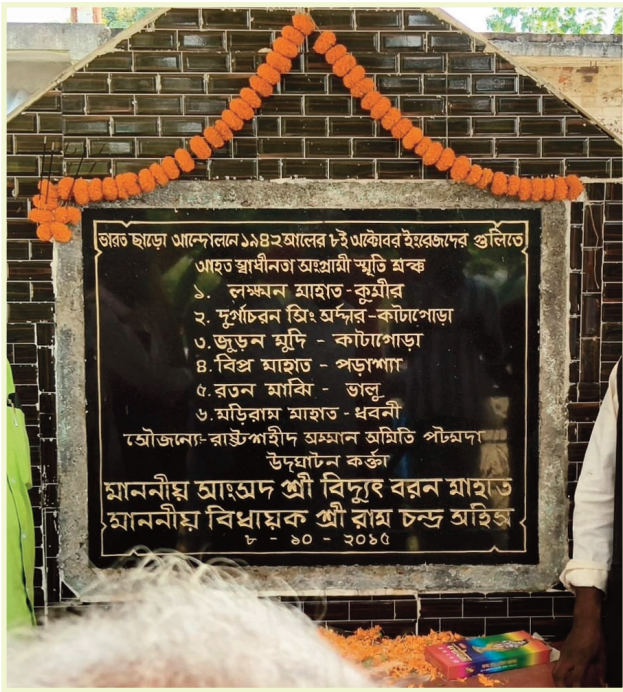
তারকা হওয়া সহজ নয়। আর তারকা হয়ে থেকেও মাটির মানুষ হয়ে থাকা আরও কঠিন। রূপালি পর্দার আলোয় দাঁড়িয়ে বহু অভিনেতাই মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন কিন্তু সেই আলো নিভে যাওয়ার পরও যাদের উপস্থিতি মানুষের জীবনে থেকে যায় তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা নানা পাটেকার সেই বিরল ব্যতিক্রম। তিনি শুধু অভিনেতা নন, এক অর্থে ভারতীয় সমাজ ও সময়ের এক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক জীবনের শুরুটা তাঁর জন্য মোটেই মসৃণ ছিল না। ১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে জন্ম। শৈশবেই চিনেছেন অভাবকে, দেখেছেন জীবনের কঠিন বাস্তবতা। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে অল্প বয়সেই কাজ করতে হয়েছে। সিনেমার পোস্টার আঁকা, ড্রাইভিং জীবনের প্রয়োজন তাঁকে নানা কাজের সঙ্গে পরিচিত করেছিল। হয়তো সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে তাঁর অভিনয়ে এতটা কৃত্রিমতাবর্জিত বাস্তবতা দেখা যায়। তিনি অভিনয় করেছেন কিন্তু তাঁর অভিনয়ের ভিতরে বারবার কথা বলেছে জীবন স্যার জে. জে. স্কুল অব আর্টসের কমানিশিয়াল আর্টের ছাত্র থেকে নাট্যমঞ্চ, সেখান থেকে মারাঠি ও হিন্দি সিনেমা নানা পাটেকারের যাত্রা ছিল ধীরে ধীরে নিজের জয়গা তৈরি করার যাত্রা। প্রচলিত নায়কোচিত সৌন্দর্য বা চেনা ছকের চরিত্র তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। বরং খলনায়ক, প্রতিবাদী মানুষ, পুলিশ অফিসার, বাবা কিংবা সমাজের অন্ধকার দিকের প্রতিনিধি বিভিন্ন চরিত্রে তিনি নিজের অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘পরিম্বা’-র আন্না কিংবা ‘ক্রান্তিবীর’-এর প্রতাপ নানা পাটেকারের অভিনয় দর্শককে শুধু বিনোদন দেয়নি, অস্বস্তিতেও ফেলেছে। তাঁর সংলাপের গতি, চোখের তীক্ষ্ণতা, শরীরী ভাষা এবং বিস্মোকর আবেগ চরিত্রগুলিকে পর্দার বাইরে নিয়ে এসেছে। আবার ‘খামোশি’-তে একজন বধির ও মুক বাবার চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখিয়েছে, সবসময় শব্দের প্রয়োজন হয় না কখনও একটি দৃষ্টি, একটি নিঃশ্বাস কিংবা একটি নীরবতাই হাজার সংলাপের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই জায়গাতেই নানা অন্যদের থেকে আলাদা। তিনি চরিত্রকে শুধু উপস্থাপন করেন না, চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে দর্শকের সামনে খুলে দেন। তাঁর অভিনয়ে তাই অতিরঞ্জন থাকলেও তা নিছক অভিনয় বলে মনে হয় না। মনে হয়, পর্দার মানুষটি যেন আমাদের চারপাশেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নানা পাটেকারের আসল গল্প সম্ভবত সিনেমার পর্দার বাইরে। মহারাষ্ট্রের খরা ও কৃষক আত্মহত্যার ভয়াবহতা তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। সহানুভূতির কয়েকটি বাক্য বলে থেকে না গিয়ে তিনি অভিনেতা মকরন্দ অনাসপুরের সঙ্গে ‘নাম ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে কৃষক ও খরাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেন। জল সংরক্ষণ, নদী-খাল সংস্কার এবং কৃষক পরিবারের পুনর্বাসনের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় এই উদ্যোগ। এখনেই একজন তারকার সঙ্গে একজন নাগরিকের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। জনপ্রিয়তা অর্জন করা এক ধরনের সাফল্য কিন্তু সেই জনপ্রিয়তাকে মানুষের কাজে লাগানো অন্য ধরনের দায়বদ্ধতা। নানা পাটেকারের জীবন সেই দ্বিতীয় পথটির কথাই মনে করিয়ে দেয়। অবশ্যই তাঁর জীবন বিতর্কহীন নয়। তাঁকে ঘিরে অভিযোগ, বিতর্ক ও সমালোচনাও হয়েছে। কোনও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বই সমালোচনার উর্ধ্বে নন। তাই তাঁকে দেবদ্র আরোপ করে দেখার প্রয়োজন নেই। বরং তাঁর সাফল্য, সীমাবদ্ধতা, বিতর্ক এবং সামাজিক ভূমিকা সবকিছুকে একসঙ্গে দেখলেই মানুষটি আরও বাস্তব হয়ে ওঠেন। আজকের সেলিব্রিটি সংস্কৃতিতে যেখানে জনপ্রিয়তা অনেক সময় নিজেই একটি পণ্য, সেখানে নানা পাটেকারের জীবন অন্য একটি প্রশ্ন সামনে আনে তারকা হওয়ার পর একজন মানুষ সমাজের জন্য কী করেন? উত্তরটি নিখুঁত না হলেও নানা তাঁর নিজের পথটি বেছে নিয়েছেন। অভাব তাঁকে ভেঙে দেয়নি বরং তৈরি করেছে। অভিনয় তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা তাঁকে দিয়েছে অন্য এক পরিচয়। তাই নানা পাটেকারকে শুধু অভিনেতা বলে চিহ্নিত করা তাঁর প্রতি অবিচার। তিনি সেই মানুষ, যাঁর জীবনে পর্দার সংলাপ আর বাস্তব জীবনের দায়বদ্ধতা কোথাও গিয়ে মিলেমিশে যায় শেষ পর্যন্ত তারকার আলো ফিকে হয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মানভূমের পটমদার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস ও বীর সংগ্রামীদের অমর গাথা

দেবরাজ মাহাতো



১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সূচনা করেছিলেন ঐতিহাসিক ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’ বা ‘আগস্ট আন্দোলন’। দেশজুড়ে ডাক উঠেছিল; তরুণের অথবা মরুবেদ। তৎকালীন বিহার রাজ্যের (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের সীমানা সংলগ্ন) অখণ্ড মানভূম জেলা এই আহ্বানে গর্জে উঠেছিল। অতীতপূর্ব বীরত্বে। আন্দোলনের প্রারম্ভেই ব্রিটিশ পুলিশের দমনপীড়নে মানভূমের প্রথম সারির অনেক শীর্ষনেতা গ্রেপ্তার হলেও দমে যাননি সাধারণ মানুষ ও দ্বিতীয় সারির স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। যে সমস্ত নেতৃত্ব বাইরে ছিলেন, তাঁরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে গোপনে সংগঠিত করতে থাকেন গণআন্দোলন। বান্দোয়ানের জিতান গ্রামের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ভজহরি মাহাতোর নেতৃত্বে সমগ্র মানভূম জেলা জুড়ে থানা দখল ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতীকগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার এক ঐতিহাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভজহরি মাহাতোর বাসভবনে এক অতি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩ই আশ্বিন) একযোগে মানভূম জেলার সমস্ত প্রশাসনিক কেন্দ্র ও থানা দখল করে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘোষণা করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরেই বিভিন্ন থানার দায়িত্ব বন্টন করা হয়। শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের ওপর। ৩০শে সেপ্টেম্বর নির্ধারিত দিনে ভজহরি মাহাতোর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সাধারণ জনগণ বান্দোয়ান থানা ঘেরাও করে, তা দখল করে এবং বিজয়ের প্রতীক হিসেবে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। একই দিনে মানবাজার থানা দখল করার অভিযানে ব্রিটিশ পুলিশ অতর্কিতে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের বুলেটে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী চুনারাম মাহাতো ও গোবিন্দ মাহাতো। মানবাজারে রক্তঝরা ঘটনা ও আন্দোলনকারীদের আত্মবলিদান সত্ত্বেও মানভূমের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা স্তব্ধ করা যায়নি। ৩০শে সেপ্টেম্বরের এই গণঅভ্যুত্থানে সমগ্র মানভূমে আন্দোলনের আগুন জ্বললেও তৎকালীন মানভূম জেলার পটমদা থানা এলাকায় ওই দিন কোনো বড় ধরনের আন্দোলন সংঘটিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব অনুধাবন



করেন যে পটমদা থানাকে মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। ভজহরি মাহাতোর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়; ৮ই অক্টোবর পটমদা থানা অভিযান ও দখল করা হবে। নির্ধারিত ৮ই অক্টোবর ১৯৪২ সালে তৎকালীন পটমদা থানার অন্তর্গত কুমীর গ্রামে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলার কমলপুর থানার অধীন) সমবেত হতে থাকেন হাজার হাজার সেনানি। ভজহরি মাহাতোর নিজস্ব স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, কুমীর গ্রামে আয়োজিত এই সভায় প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার সাধারণ মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। কোনো ভেদাভেদ ছিল না; বালক, বৃদ্ধ, কৃষক, মুনিশ; সবাই একত্রিত হয়েছিলেন। সাধারণ ভূমিজ, সাঁওতাল, খেড়িয়া,

মাহাতো সম্প্রদায়ের অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ, যাঁদের পরনে ছিল কেবল সামান্য একটু কোপিন, ঘর-সংসারের চিন্তা ভুলে ব্রিটিশ শাসনের প্রতীকগুলোকে ধূলিসাৎ করার সংকল্প নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাস্তার পাশে বট গাছের তলে বিশাল জনতার রান্নাবান্নার আয়োজন চলে এবং পুরো এলাকা যেন এক মুক্তির মহোৎসবে পরিণত হয়। হঠাৎ করেই সৈন্যবাহী একটি ব্রিটিশ মিলিটারি ট্রাক কুমীর গ্রাম পেরিয়ে বান্দোয়ানের দিকে যায়। আন্দোলনকারীরা আগে থেকেই বাঁগুড়দার কাছে বড়বাঁধের পার্শ্ববর্তী রাস্তা কেটে এবং টটকো নদীর কাছে বড় বড় পাথর ফেলে পথ অবরুদ্ধ করে রেখে ছিলেন। এর ফলে সামরিক ট্রাকটি টটকো

নদী পেরোতে পারেনি আর সামনে এগোতে না পেরে বাধ্য হয়ে পিছু হটতে শুরু করে। তারা যখন ফিরে যাচ্ছিল, কুমীর গ্রাম পেরানোর সময় জনতা উল্লাসে ও চিৎকারে ট্রাকটিকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করে, তখন হঠাৎ ট্রাকটি থেমে যায়। ট্রাকে থাকা রাইফেলধারী ব্রিটিশ সৈন্য ও টুপি-রা ম্যাজিস্ট্রেট-হাকিম কোনোরূপ সতর্কবার্তা ছাড়াই উন্মত্ত জনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। খোলা মাঠে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র জনতার ওপর শত শত গুলি বর্ষিত হতে থাকে। পলায়নরত জনতার ওপরও নির্মমভাবে গুলি চালায় ব্রিটিশ পুলিশ। এই অমানবিক ও বর্বর গুলিকাণ্ডে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যে কুমীর গ্রামের লক্ষণ মাহাতো; পুলিশের গুলিতে তাঁর একটি পা এতটাই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল যে জেলখানাতেই তাঁর পা কেটে ফেলতে হয়। কাটাগোড়ার বাসিন্দা দুর্গাচরণ সিং সর্দার ও জুড়ন মুদি, পড়াশুনা গ্রামের বিপ্র মাহাতো, ভালু গ্রামের রতন মাঝি এবং ধবনী গ্রামের মড়িরাম মাহাতো ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অনেকে আজীবনের মতো পঙ্গুত্ব বরণ করলেও স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের অটল নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ চিরকালের জন্য মানভূমের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যায়। আজ সময় বদলেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানচিত্র পুনর্গঠিত হয়েছে। তৎকালীন মানভূম জেলার সেই ঐতিহাসিক অখণ্ড অঙ্গ ‘পটমদা’ আজ ঝাড়খণ্ড প্রদেশের পূর্ব সিংভূম জেলার অন্তর্গত। ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে যে অঞ্চলের মানুষ বাংলা ভাষার আবেগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যবোধ বুকে নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রক্ত দিয়েছিলেন, আজ তাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা ‘বাংলা’ অধিকার থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। সেখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দি ভাষা। তা সত্ত্বেও পটমদা ও সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে বীর সংগ্রামীদের স্মৃতি আজও অমলিন। প্রতি বছর ৮ই অক্টোবর এলে বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক সীমানা মুছে যায়। পুরুলিয়া এবং পূর্ব সিংভূম জেলার সর্বস্তরের মানুষ, গবেষক ও স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী নাগরিকেরা কুমীর গ্রামে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সেই বীর সেনানিদের উদ্দেশ্যে। মানভূমের বীর সন্তান; লক্ষণ মাহাতো, দুর্গাচরণ সিং সর্দার, জুড়ন মুদি, বিপ্র মাহাতো, রতন মাঝি, মড়িরাম মাহাতো, শহীদ চুনারাম ও গোবিন্দ মাহাতো এবং জননেতা ভজহরি মাহাতোর ত্যাগ আমাদের শেখায় কীভাবে অত্যাচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে লড়াই করতে হয়। ৮ই অক্টোবরের এই পবিত্র দিনে সেই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চরণে জানাই হাজারো প্রণাম ও বিনম্র শ্রদ্ধা।

তথ্যসূত্র : ৪২ এর আন্দোলনে দুর্বীর মানভূম



৮ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ডুয়ার্সে পর্যটনের নতুন দিশা, ভুটানঘাট পরিদর্শনে মিঠুন চক্রবর্তী



অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ারঃ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে পর্যটনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ার সফরে এলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। সম্প্রতি তাকে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব পেয়েই বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে রাতে হাসিমারার মালঙ্গিতে রাত্রিবাস করেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কুমারখাম ব্লকের ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী নয়নাভিরাম পর্যটন কেন্দ্র 'ভুটানঘাট' পরিদর্শন করেন তিনি। সকালে

বনমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি বক্সা টাইগার রিজার্ভের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ভুটানঘাটে পৌঁছান। নদী, গভীর জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘেরা ভুটানঘাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং রায়ডাক নদী সংলগ্ন বিখ্যাত 'তেরঙা পাহাড়' দেখে মুগ্ধ হন মহাগুরু। পরিদর্শন শেষে আগামী দিনে ভুটানঘাটকে কেন্দ্র করে কীভাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানো যায়, তা নিয়ে বনমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে, সঠিক পরিকাঠামো গড়ে উঠলে আগামী দিনে ভুটানঘাট উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে মানচিত্রে জায়গা করে নেবে উল্লেখ

য, পশ্চিমবঙ্গ ও ভুটান সীমান্তে অবস্থিত এই অফবিট পর্যটন কেন্দ্রে খরস্রোতা রায়ডাক নদীর ওপারেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ভুটানের পাহাড়ি উপত্যকা। সীমান্ত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কারণে দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে এখানকার মূল ভিউ পয়েন্টে সাধারণ পর্যটকদের জন্য এক প্রকার বন্ধ রাখা হয়েছিল। অতি সম্প্রতি বন দফতর জায়গাটিকে পুনরায় পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। মহাগুরুর এই পরিদর্শনের পর আশা করা হচ্ছে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা এই রূপসী ভুটানঘাট খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গভাবে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত এক মহিলা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ বৃহস্পতিবার সকালে সূতির আহিরন হল্ট সংলগ্ন ফাইজান রেস্টুরেন্টের সামনে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জঙ্গিপুুরের দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবোঝাই টোটো। সেই সময় একটি লছমনকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলে টোটোটিতে ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের জেরে টোটোটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় টোটোয় থাকা এক মহিলা ও দুই শিশু গুরুতর আহত হন বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ করে ওই মহিলা টোটো থেকে ছিটকে রাস্তার



উপর পড়ে যান। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। অন্যদিকে, টোটো চালক ও

লছমন চালকও সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ নিলেন ৮০ জন কৃষি ডিলার

নয়া জামানা, মালদাঃ ব্যবসায়িক পরিচয়ের গতি পেয়ে এবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রান্তিক চাষিদের দিশা দেখাতে প্রস্তুত মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের ৮০ জন কৃষি ইনপুট ডিলার। মালদার রতুয়ায় উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে সম্পন্ন হল 'দেসি ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি সার্ভিসেস ফর ইনপুট ডিলার্স' কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা। হায়দরাবাদভিত্তিক কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা 'ম্যানেজ'-এর

দূরশিক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় ডিলারদের পেশাগত দক্ষতা ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জ্ঞান বাড়তেই এই কোর্সের আয়োজন। প্রায় এক বছর ধরে আধুনিক চাষাবাদ, রোগ-পোকা দমন, সার ও কৃষি-ওষুধের সঠিক ব্যবহার সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন তারা। দুটি ব্যাচে মোট ৮০ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে চারজন মহিলা এবং ১৮ জন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলার ছিলেন। তিনটি ধাপে লিখিত পরীক্ষা, নমুনা ও স্পেসিমেন

সনাক্তকরণ এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। পরীক্ষায় 'ম্যানেজ'-এর প্রতিনিধি ড. জয়ন্ত প্রসাদ চন্দ, রতুয়া-১ ব্লকের এডিএ সৈয়দ সারওয়ার উসমান এবং 'সামেতি'র প্রতিনিধি দেবজ্যোতি মহালানবিশ উপস্থিত ছিলেন। গোটা আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন কোর্স কোঅর্ডিনেটর তথা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ইনচার্জ ড. অদ্বৈত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন ড. ভবানী দাস, মহম্মদ শাহজাহান ও ফিরোজ আখতার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

অবৈধ চোলাই মদের বিরুদ্ধে বাঁকুড়ায় বিশেষ অভিযান

রাখি গড়াই, নয়া জামানা, বিষ্ণুপুরঃ অবৈধ চোলাই মদ প্রস্তুত, মজুত ও বিক্রির বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে জেলাজুড়ে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অভিযানের অংশ হিসেবে মোট ৭৮২ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে আইডি মদ ও এফ/ওয়াশ মিলিয়ে ১৫৫১ লিটার আইনানুগ প্রক্রিয়ায় নষ্ট করা হয়েছে। অভিযানে প্রতিরোধমূলক ও নির্দিষ্ট মামলায় মোট ৮২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবৈধ মদ



প্রস্তুত, মজুত ও বিক্রির বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও আবগারি

দপ্তরের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

শিবনিবাসের আগে এবার 'পর্যটন কেন্দ্র'র তকমা

অঞ্জন শুকল, নয়া জামানা, নদীয়াঃ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ রয়েছে শিবনিবাসে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই শিব মন্দিরে প্রতিদিন ভক্তরা আসেন বুক, জেলা, রাজ্য তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে নজর করার পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও এই শিব মন্দির সেই অর্থে ভারতবর্ষের সরকারি দপ্তরে প্রধান পায়নি। এবার শিবনিবাসকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দাবি করার জন্য এগিয়ে এলেন দিল্লি থেকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সেক্রেটারি সঞ্জয় বিশ্বাস। তিনি দাবি করেন তাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইটে এবার পর্যটন



কেন্দ্র হিসেবে শিবনিবাসকে তুলে ধরবেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি সহ একটি প্রতিনিধি দল দিল্লী থেকে এসেছিলেন শিবনিবাস মন্দির দর্শন

করতে। দর্শন করার পর তিনি জানানো তার বাড়ি নদীয়ার ভীমপুর এলাকায় ছিল। ক ম সূ ত্রে তিনি এখন দিল্লিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সেক্রেটারি পদে রয়েছেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের যে ওয়েবসাইট চালু হয়েছে সেখানে শিবনিবাসকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

ভর্তি চলছে

GAZOLE COLLEGE OF PHARMACY

Mob : 9475647033

ভবিষ্যৎ গড়ার সঠিক দিশা

আপনার পছন্দসই কোর্সে

D.Pharm (PCI স্বীকৃত ও WBSMF অনুমোদিত)

Chakda, P.O-Katna Via-20 Mile, P.S. Gazole, Dist. Malda, PIN-732124 (W.B.)

GAZOLE COLLEGE OF EDUCATION

College Road (via 20 Mile), P.O. - Katna, Gazole, Malda- 732124, West Bengal, India

আসন বুকিং চলছে

B.Ed & D.El.Ed

Mob: 9475647033 | Email: secretarygcd@gmail.com

MANGO VALLEY PHARMACY

COLLEGE & RESEARCH

Approved by PCI - 9691

ভর্তি চলছে

"ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী" (D.Pharm)

VILL & POST- Saiyedpur, Via Jalalpur, PS- Kaliachak Dist. Malda, PIN-732206, W.B

9475647033



৮ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

চালককে অচেতন করে নগদ টাকা ও টোটো নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীরা

রাজু শেখ, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ যাত্রী সেজে টোটোতে চেপে চালককে স্ট্রেজ জাতীয় কোনও পদার্থ দিয়ে অচেতন করে টোটো ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর প্রায় দুদিন ধরে জ্ঞানহীন অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন রঘুনাথগঞ্জের কাঁকুরিয়া এলাকার টোটো চালক সাহেব আলী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দিন দুয়েক আগে রঘুনাথগঞ্জের ওমরপুর মোড় থেকে কয়েকজন যাত্রী শামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা যাওয়ার জন্য সাহেব আলীর টোটোটি রিজার্ভ করেন। যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজি হয়ে টোটো নিয়ে রওনা দেন তিনি। অভিযোগ, চাঁদের ট্যাক্স এলাকা পেরিয়ে শামশেরগঞ্জে প্রবেশের মাঝামাঝি কোনও একটি জায়গায় যাওয়ার পরেই ঘটে বিপত্তি সাহেব আলীর পরিবারের অভিযোগ, যাত্রী সেজে টোটোতে ওঠা ওই ব্যক্তিরা কোনও



নেশাজাতীয় পদার্থ বা স্ট্রেজ জাতীয় কিছু তাঁর মুখে কিংবা শরীরে প্রয়োগ করেন। এরপরই টোটো চালক ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সেই সুযোগে তাঁকে রাস্তার কোনও এক জায়গায় ফেলে রেখে টোটোটি নিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা বলে অভিযোগ। শুধু টোটোই নয়, সাহেব আলীর পকেটে থাকা প্রায় দু'হাজার টাকা নিয়েও পালিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। পরে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে জঙ্গিপুর মহকুমা

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর থেকে প্রায় দুদিন ধরে সাহেব আলীর জ্ঞান ফেরেনি। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, ঠিক কী ধরনের পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে টোটো উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি এই ঘটনার পর যাত্রী নিয়ে চলাচলকারী টোটো চালকদের মধ্যেও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বানভাসি শিশুদের হাতে নতুন জামা তুলে দিল বিজেপি টিচার্স সেল

নয়া জামানা, মালদা : গঙ্গার গ্রাস ও বন্যায় সর্বস্ব হারিয়ে মালদার মানিকচকের ভূতনিত্রে এখন বাঁধই আশ্রয় বানভাসি মানুষের। ঘরবাড়ি হারিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের। প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত ত্রাণ পৌঁছেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষও দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। চাল, ডাল, গম, আটা, শাক সবজি থেকে শুরু করে পোশাক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে বানভাসিদের হাতে। তবে ত্রাণের ভিড়ে অনেকটাই আড়ালে থেকে গিয়েছিল দুর্গত পরিবারের ছোট শিশুরা। সামনে দুর্গাপূজা অখচ ঘরবাড়ি হারানো এই কচিকাঁচাদের কাছে উৎসবের আনন্দ যেন অনেকটাই দূরের বিষয়। নতুন জামাকাপড় পরে পুজোয় যোয়ার স্বপ্নও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে পুজোর আগে বানভাসি শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো উদ্যোগ নিল মালদা জেলা



বিজেপি টিচার্স সেল। সংগঠনের নেতৃত্ব ও সদস্যরা ভূতনিত্রে দুর্গত এলাকায় গিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দেন নতুন পোশাক। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় পাওয়ার যে আনন্দ শিশুদের জীবনে থাকে, বন্যা ও ভাঙনে ঘরছাড়া হয়ে সেই আনন্দ থেকেই বঞ্চিত তারা। সেই জায়গা থেকেই সামান্য উদ্যোগে শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য

সংগঠনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান স্থানীয় বাসিন্দা হরিপদ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন ভাস্কর রায়, মৃণাল সরকার, বাসুদেব ঘোষ সহ সংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব ও সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু ও উত্তর মালদা বিজেপি টিচার্স সেলের সহকারী আহ্বায়ক দেবদুলাল বরুয়া জানান, দুর্গাপূজার আগে বানভাসি ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রায়গঞ্জ ও কলকাতার ঘটনার প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ ইসলামপুর!

মোহাম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই নেতা-কর্মীদের উপর হামলা এবং কলকাতায় বামপন্থী নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে ইসলামপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও ধিকার সভা অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার।



একইসঙ্গে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে বামপন্থী নেতৃত্বের উপর হামলার অভিযোগেরও প্রতিবাদ জানানো হয় ইসলামপুরের বামফ্রন্ট এক্কেয় উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিকেলে চৌরঙ্গী মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি ইসলামপুর টার্মিনাস হয়ে থানার সামনে পৌঁছয়। সেখানে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি হামলার প্রতিবাদে স্লোগান দেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা। পরে থানার সামনে অনুষ্ঠিত হয় ধিকার

সভা। বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, মঙ্গলবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই ছাত্রনেতা বিবেক বর্মণ-সহ ছাত্র ও নেতৃত্বের উপর এবিভিপি তথা বিজেপি-আরএসএসের মদতে হামলা চালানো হয়। ঘটনায় কয়েকজন আহত হন বলে দাবি। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেও হামলার

অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে সিপিআই(এম) নেতা তীর্থ দাস, উত্তম পাল এবং আইনজীবী সায়িক চক্রবর্তীর উপর হামলার অভিযোগ করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, হামলা ও রাজনৈতিক হিংসার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। কর্মসূচিতে বাম নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত শান্তিনিকেতন

নয়া জামানা, বীরভূম : পুজোর মরশুমে পটকা ফাটানোকে কেন্দ্র করে মধ্যরাতে অশান্তি ছড়াল শান্তিনিকেতনে। এই ঘটনায় বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিশ্বভারতীর পূর্বপল্লি সিনিয়র বয়েজ হোস্টেলের আবাসিক পড়ুয়াদের একাংশ। সে সময় প্রক্টর অফিসে ফোন করেও দ্রুত সাড়া পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। এরপরে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। যার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, সে সময় পড়ুয়াদের মধ্যে কয়েকজন হোস্টেলের গেট টপকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্বভাবতই বাধা দেন



নিরাপত্তারক্ষীরা। এর ফলে দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। পরে প্রক্টর অফিসের আধিকারিকরাও পূর্বপল্লি বয়েজ

হোস্টেলে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন। গভীর রাত পর্যন্ত চলে আলোচনা। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া তৃণমূলের, বোর্ড গঠন বিজেপির

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি : নাগরাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পর এবার নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন বিজেপির পরিতোষ রায়। ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন সদস্য এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি হিসেবে পরিতোষ রায়ের নাম ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এরপর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বের হয় বিজয় মিছিল। উপস্থিত ছিলেন



বিধায়ক পূনা ভেংরা সহ বিজেপির জেলা ও মণ্ডল স্তরের নেতৃত্ব নতুন সভাপতি পরিতোষ রায় বলেন, নাগরাকাটার সমস্ত বাসিন্দাকে প্রগাম জানাই। আজ নাগরাকাটায় নতুন

সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলাম। আগামী দিনে সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজ আসবে, তা নাগরাকাটার মানুষের স্বার্থে সকলকে সঙ্গে নিয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।

মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানির এক ফিল্ড অফিসারের অস্বাভাবিক মৃত্যু

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাঙ্গার এলাকা থেকে উদ্ধার হল কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের এক যুবকের বুলস্তু দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার একটি গাছ থেকে এই দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা

করে। মৃত যুবকের নাম পীযুষ মজুমদার (২৭)। সে মাইক্রোফিনান্স কোম্পানিতে চাকরি করত। তার অফিস ছিল ময়নাগুড়িতে। এদিকে এই মৃত্যুতে তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, পীযুষ মঙ্গলবার কালেকশনের কাজে বের হয়। বিকেল হয়ে গেল সে অফিসে

ফেরেনি। এরপর অফিসের অন্যান্য কর্মীরা তার খোঁজখবর নিতে শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে খোঁজখবর করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ময়নাগুড়ি থানায় বিষয়টি জানানো হয়। বুধবার সকালে বুলস্তু দেহ উদ্ধারের পর সেই কোম্পানির কর্মীদের পুলিশের পক্ষ থেকে খবর দেয়া হয়।



৮ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

কৃষ্ণসাগরে ভারতীয় নাবিকদের জাহাজে হামলা ইউক্রেনের!



রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানতে শান্তিপ্রস্তাব দিয়েছে ভারত। এই আবহে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে আক্রান্ত হল ভারতীয় নাবিক থাকা একটি জাহাজ। অভিযোগ, বাণিজ্যতরীটিতে আছড়ে পড়ে ইউক্রেনের ড্রোন। এই হামলার করা নিন্দা করেছে নয়াদিল্লি। রুশ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী তেলবাহী ট্যাঙ্কারটিতে ২৩ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে সোচির কাছে আচমকা জাহাজটির উপর আছড়ে পড়ে একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন। সাগরের

উপরই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে জাহাজটি। এতে তেল থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। এই হামলার বেশ কয়েকটি ছবি এবং ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে (সেগুলির সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল)। সেখানে দেখা গিয়েছে, সমুদ্রের উপর উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুনের শিখা। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢেকেছে আকাশ। জানা গিয়েছে, জাহাজে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাবিককেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

আরবিআই রেপো রেট বাড়তেই শেয়ার বাজারে পতন! সেনসেক্স পড়ল ১০০০ পয়েন্ট

বুধবার চার বছর পর রেপো রেট বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এর জেরে ইএমআই বাড়ছে গাড়ি-বাড়ির ঋণে। এই অবস্থায় বাজার থেকে মূলধন তুলে নিতে শুরু করেছেন বিনিয়োগকারীদের একাংশ। যার প্রভাব পড়ল শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার সেনসেক্স পড়ল ১০০০ পয়েন্ট। অন্যদিকে নিফটির পতন গড়াল ১.৫ শতাংশে। এদিন দুপুর ১টা ৩১ মিনিটে সেনসেক্স ১, ০৩২.৯৯ পয়েন্ট (১.৪২ শতাংশ) পতন হয়। দিনের শুরুতে সূচক ৭২,৬৬৮ থাকলেও পতনের পর সর্বনিম্ন ৭১,৫৫০.৭৬ পয়েন্টে নেমে আসে। অন্যদিকে নিফটির পতন হয় ৩৪২.২০ পয়েন্ট। দিনের শুরুতে সূচক যেখানে ছিল ২২,৫৯৯.০৫ পয়েন্ট, শেষ পর্যন্ত তা ২২,২২৮ পয়েন্টে নেমে আসে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সব থেকে বড় কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট বাড়ানো। ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়িয়ে ৫.৫০ শতাংশ



করা হয়েছে। ৭ অক্টোবর থেকেই যা কার্যকর হয়েছে। রেপো রেট বৃদ্ধির জেরে প্রভাবিত হবেন সাধারণ ঋণগ্রহীতারা। যাদের হোম, কার বা পার্সোনাল লোন রয়েছে। রেপো রেট যে বাড়তে পারে সে ইঙ্গিত গত কয়েকদিন ধরেই মিলছিল। তিন দিনের এমপিসির বৈঠকের পর বুধবার রেপো রেট বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা।

রেপো রেট বাড়ানো নিয়ে আরবিআই গভর্নর বলেন, “সারা বিশ্বে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। ব্যবসা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে বিশ্বে পরিস্থিতি বেশ জটিল। পাশাপাশি ইরান যুদ্ধের ফলে ধাক্কা খেয়েছে পণ্য পরিবহণে। এই পরিস্থিতিতে আমরা রেপো রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” যদিও এর উলটো প্রভাব পড়ল শেয়ার

বাজারে। এছাড়াও একাধিক আন্তর্জাতিক টানা পোড়েনে বিশ্ব বাজারে অশোণিত তেলের দাম বেড়েই চলেছে। সব মিলিয়ে যুদ্ধ নিয়ে শক্তিত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। বড় ক্ষতির আশঙ্কায় তাঁরা বাজার থেকে মূলধন তুলে নিতে শুরু করেছেন। সব মিলিয়ে দুই যুদ্ধের ‘অভিশাপ’কেই দোষী করছে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

স্কাইড্যান্সের দখলে সিএনএন, এক ছাতার তলায় মার্কিন সম্প্রচারের দুই মহারথী

দীর্ঘ এক বছরের টানা পোড়েনের পর অবশেষে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির ৮,১০০ কোটি ডলারের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করল স্কাইড্যান্সের মালিকানাধীন প্যারামাউন্ট। মঙ্গলবার এই মেগা-যুক্তিকরণ (মার্জার) সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে হলিউডের গণ্ডি ছাড়িয়ে মার্কিন টেলিভিশন সাংবাদিকতার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; সিবিএস এবং সিএনএন এখন একই সংস্থার ছাতার তলায় চলে এল। চুক্তির ঠিক প্রাক্কালে স্কাইড্যান্স নিশ্চিত করেছে যে মার্ক থম্পসনই সিএনএন-এর প্রধান সম্পাদক ও সিইও পদে বহাল থাকছেন; অন্যদিকে সিবিএস-এর শীর্ষ পদে থাকছেন বারি ওয়েইস। তবে এই দুই বৃহৎ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীন অস্তিত্ব ভবিষ্যতে কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষত ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঠিক এক মাস আগে এই মালিকানা বদল রাজনৈতিক মহলেও তীব্র আলোড়ন তৈরি করেছে। কারণ স্কাইড্যান্সের সিইও ডেভিড এলিসনের পরিবারের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সিএনএন এবং সিবিএস-এর সংঘাত চলছে; এমনকী গত মাসেই হোয়াইট হাউসে সিএনএন-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে আদালতে লড়াই চালাচ্ছে চ্যানেলটি। এর আগে প্যারামাউন্টের বিরুদ্ধে ‘৬০ মিনিটস’ অনুষ্ঠানের সম্পাদনা বিতর্কে



ট্রাম্পকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার মিটিয়ে সমঝোতা করতে হয়েছিল। যদিও এলিসন দাবি করেছেন, সংবাদমাধ্যমের ‘সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় স্বাধীনতা’ বজায় রাখা হবে। এই মেগা-মার্জার আটকাতে ১২টি মার্কিন রাজ্য যে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিল, তার সমঝোতাসূত্র হিসেবে আগামী ১৮০ দিনের মধ্যে একটি পাঁচ সদস্যের ‘নিউজ এডিটোরিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স বোর্ড’ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্যারামাউন্ট। এই বোর্ডে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিকরা থাকবেন। তবে বিশ্লেষক এবং সমালোচকদের বক্তব্য, এই বোর্ডের সদস্যদেরও মনোনীত করবে প্যারামাউন্টের পরিচালনা পর্ষদই, ফলে এর কার্যকর ক্ষমতা কতটা থাকবে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। কানেকটিকাটের অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম টং চেয়েছিলেন

সিএনএন এবং সিবিএস-এর মালিকানা সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হোক; তিনি প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান যে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে না পারায় তিনি ‘গভীরভাবে হতাশ’। ওদিকে কলোরাডো এবং ওয়াশিংটন এই বোর্ড গঠনের শর্তে স্বাক্ষর করতেই অস্বীকার করেছে। এছাড়া সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো উপসাগরীয় দেশের সার্বভৌম সম্পদ তহবিলও নতুন যৌথ সংস্থায় বড় মাপের পরোক্ষ বিনিয়োগ রাখায় আন্তর্জাতিক মহলেও নজরদারি বাড়ছে। তবে এলিসন সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সাফ জানিয়েছেন, তাঁরা সত্য এবং আস্থার ব্যবসায় বিশ্বাসী এবং সিএনএন ও সিবিএস উভয়কেই সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

স্ত্রী নয়নাকে সঙ্গে নিয়ে অমিত শাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়



আরও দুর্বল হচ্ছে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস? তেমনই ইঙ্গিত মিলছে দিল্লির সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে। ইতিমধ্যে বিধায়ক স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে লোকসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়া সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়না এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সঙ্গী, অর্থাৎ মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। কিন্তু আচমকা সুদীপের সঙ্গে তাঁর এই প্রশ্নের জন্ম দিল, তা হল, এবার কি মমতার হাত ছাড়ছেন নয়নাও? এখ নও এনিয়ে নয়নার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা উত্তরের

তৃণমূল সভাপতি থাকাকালীনই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছিল। গ্রুপের সদস্যরা অভিযোগ তুলেছিলেন, স্ত্রীকে নিয়ে অমিত শাহর কাছে নাকি দরবার করছেন কলকাতা উত্তরের সাংসদ। আসলে মমতার দীর্ঘদিনের সঙ্গী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিল্লির কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাদের সুসম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। সেই সুযোগেই তিনি স্ত্রীকেও বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, এই অভিযোগ একসময় দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেসময় সব অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। সুদীপ এখন এনসিপিআই-তে। চৌরঙ্গির বিধায়ক

স্ত্রী নয়নাও কি তাহলে মমতার হাত ছেড়ে স্বামীর পথে হাটবেন? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি সেসময় জানিয়েছিলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কী করছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি এখনও মমতার পাশেই রয়েছেন। এমনকী ভোট পরবর্তী সময়ে মমতার একাধিক কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই চিত্রবদল! বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দিল্লিতে অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছেন। নয়না শাহকে জানিয়েছেন যে তিনি ছাফিশের তোটে চৌরঙ্গি থেকে কষ্ট করে জিতেছেন। আর এতেই জল্পনা তুঙ্গে, তবে কি আরও এক বিধায়ক মমতা শিবির থেকে ‘মাইনাস’ হচ্ছেন?



৮ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ সৌরভ পিছু ছাড়ছে না ‘স্বার্থের সংঘাত’ বিতর্ক

সিএবি সভাপতি পদের গুরুদায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে দলের নতুন হেড কোচ হিসেবে ঘোষণা করেছে ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজি। এই নিয়ে ফের একবার তাঁর দিকে ‘স্বার্থের সংঘাত’ (কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট)–এর তির উঠলেও মেজাজে আত্মবিশ্বাসী মহারাজ সাফ জানিয়ে দিলেন, এতে নিয়মের কোনও লঙ্ঘন নেই। তাঁর কথায়, ক্ষমতাকান কোনও স্বার্থের সংঘাত নেই। এই বিষয়ে বিসিসিআই-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ২০২৭ সালের মার্চে শুরু হতে চলা আইপিএলের জন্য সৌরভের সাপোর্ট স্টাফে যুবরাজ সিং ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিতে পারেন বলে জোরালো গুঞ্জন, যদিও সরকারি সিলমোহর এখনও বাকি। তবে পেস বোলিং কোচ চামিভা ভাস ও স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে অমিত মিশ্রকে আগেই চূড়ান্ত করেছে ক্যাপিটালস। ডিসেম্বরে গোয়ায় আয়োজিত মিনি-অকশন থেকেই কোচের দায়িত্ব শুরু করবেন সৌরভ। এদিকে কুলদীপ যাদবের বদলে ট্রেডের মাধ্যমে লখনউ সুপার জায়ান্টস থেকে ফের নিজেদের ঘরে ঋষভ পণ্ডকে ফিরিয়ে এনেছে দিল্লি,



যিনি ২০১৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত টানা নয় মরশুম এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলেছেন। ডিসি চেয়ারম্যান তথা জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের প্রতিষ্ঠাতা পার্থ জিন্দাল সৌরভকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ক্ষমাদা বরাবরই দিল্লি ক্যাপিটালস পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক ও প্রশাসক এবার হেড কোচের দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নামছেন, এটা

আমাদের পরম গর্বের ক্ষম নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত সৌরভও জানান, ক্ষমদিল্লি ক্যাপিটালস আমার হৃদয়ের খুব কাছের। মালিকপক্ষ, ম্যানেজমেন্ট এবং ক্রিকেটারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই নতুন দায়িত্ব আমার কাছে ভীষণ রোমাঞ্চকর। তবে দায়িত্ব পেতেই সৌরভের বিরুদ্ধে ফের নীতি আধিকারিকের (এথলিক অফিসার) দরবারে নতুন আবেদন

দাখিল করেছেন সঞ্জীব গুপ্তা। তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের লোচা কমিটির সুপারিশ মেনে তৈরি বিসিসিআই সংবিধানের ৩৮(১) ধারা অনুযায়ী একসঙ্গে দুই পদে থাকা সুস্পষ্ট স্বার্থের সংঘাত; সেই যুক্তি মানলে তো বিসিসিআই সভাপতি মিতুন মানহাসও জাতীয় দলের কোচ হয়ে বসতে পারেন! যদিও এর আগেও এমন বিতর্কে জরী হয়েছেন সৌরভ। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ ও সিএবি সভাপতির দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে বোর্ডের এথলিক অফিসার অরুণ মিশ্র স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সিএবি সভাপতি, জেএসডব্লিউ-এর ক্রিকেট ডিরেক্টর এবং বিদেশের লিগে কোচের পদ পরস্পরবিরোধী নয় এবং এগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন দায়িত্ব।

তারও আগে ২০১৯ সালে ক্যাপিটালসের মেন্টর থাকাকালীন তৎকালীন ওম্বুডসম্যান ডিকে জৈন তাঁকে ‘বেনিফিট অফ ডাউট’ দিয়ে কেকেআরের বিরুদ্ধে ইডেনের ডাগআউটে বসার অনুমতি দিয়েছিলেন। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট, ডব্লিউপিএল এবং এসএ২০-তে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতাপূর্ণ সৌরভ তাই এবারও মাঠ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বৈভবের আসল পরীক্ষা এবার বেঞ্চে



শিরোনাম আর লাইমলাইট তিনি ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছেন, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের নিন্ম বাস্তবতায় ১৫ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশীর সামনে এখন সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা; অপেক্ষা। ভিভিএস লক্ষ্মণ যখন দায়িত্বে ছিলেন, তা জিন্মাবোয়ে সফর হোক বা জাপানের আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস, বৈভব প্রথম একাদশে জায়গা পেয়েছেন; এমনকী তাঁকে সুযোগ দিতে সঞ্জু স্যামসনকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিন নম্বরে। কিন্তু গৌতম গম্ভীর প্রধান কোচ হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ফিরতেই রিজার্ভ বেঞ্চেই আটকে থাকতে হচ্ছে এই কিশোর ক্রীড়াকে। চলতি বছরের শুরুতে ইংল্যান্ড সফরে গম্ভীরের কোচিংয়েই জাতীয় দলে অভিষেক হলেও, হেড কোচ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সুযোগের জন্য বৈভবকে ধৈর্য ধরতেই হবে। পাশাপাশি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট’ সঞ্জু স্যামসনের প্রতি পূর্ণ আস্থা বজায় রেখেছেন গম্ভীর; ইংল্যান্ড সফরে সঞ্জুকে বাইরে রাখাটা তাঁর কোচিং জীবনের ‘সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত’ ছিল বলেও স্বীকার করেছিলেন তিনি। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচেও ওপেন করেন সঞ্জু ও অভিষেক শর্মা, বৈভব বসে থাকেন বাইরে। যদিও সঞ্জুর ইনিংস স্থায়ী হয় মাত্র ৯ বল, অখিল হোসেনের হাফ-ট্র্যাকারে সহজ ফিরতি ক্যাচ দিয়ে তিনি আউট হতেই ধারাভাষ্য বক্সে ইয়ান বিশপের মতো অনুরাগীও তাঁর ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু এই সমীকরণ বৈভবকে ঠিক কোথায় দাঁড় করাচ্ছে? প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার তথা স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট সুজিত সোমসুন্দর মনে করেন, হঠাৎ তৈরি হওয়া তারকাখ্যাতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই এখন বৈভবের প্রধান চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, ক্ষমবৈভব নিজের যোগ্যতায় সাফল্য পেয়েছে। এখন ক্রিকেট বিশ্বে তার অবস্থান রাতারাতি বদলে গেছে। পৃথিবী তাকে অন্য চোখে দেখছে, সেও নিজেকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। তার নিয়ন্ত্রণে কেবল একটাই বিষয়; এই নতুন জগতে সে নিজেকে কীভাবে পরিচালিত করবে এবং তার প্রতি বিশ্বের প্রতিক্রিয়া কীভাবে সামলাবে। তাঁর মতে, বৈভবকে বুঝতে হবে, ‘আমি এখন জলে নামছি, তাই সাঁতার কাটাটা শিখতেই হবে’। তেমনি এটাও মাথায় রাখতে হবে যে তারকা হওয়ার আগের আর পরের জগৎ এক নয়। বর্তমানে একাদশে জায়গার জন্য বৈভবের সরাসরি লড়াই সঞ্জুর সঙ্গে, যাঁর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে অপরাজিত ৯৭, ৮৯ ও ৮৯ রানের ভরসাতেই খেতাব ধরে রেখেছিল ভারত। যদিও সেই সাফল্যের পর সঞ্জু ১১ ইনিংসে মাত্র দুটি অর্ধশতক পেয়েছেন (দুটোই দিল্লির ব্যাটিং-সহায়ক পিচে) এবং ৬ ইনিংসে আউট হয়েছেন এক অঙ্কের রানে। অন্যদিকে ১৫ বছর বয়সেই তারকা হয়ে ওঠা বৈভব ইংল্যান্ডে জোফ্রা আর্চারদের গতিতে শুরুতে চাপে পড়লেও জিন্মাবোয়ে ও এশিয়ান গেমসে ব্যাট হাতে স্বমহিমায় ধরা দিয়েছিলেন। তবে গম্ভীর স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। সঞ্জুকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে জিও হটস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানান, ক্ষমরও কাছ থেকে দল নির্বাচনের কৃতিত্ব ওর নেওয়ার দরকার নেই। ড্রেসিংরুমে থাকার মতো প্রতিভা ওর নিজেরই আছে। বিশ্বকাপে কেউ প্রতিভা ছাড়া ‘প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট’ হয় না, তাই সঞ্জু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। আর বৈভবের ক্ষেত্রে বিষয়টা সোজাসাপটা; ওর প্রতিভার ব্যাপারে আমরা সবাই জানি, কিন্তু সুযোগের জন্য ওকে অপেক্ষা করতেই হবে। সোমসুন্দরের পর্যবেক্ষণ, এই অপেক্ষা কোনও পিছিয়ে পড়া নয়, বরং সঠিক পরিচর্যা পেলে এটি বৈভবের পরিণত হওয়ার সেরা সময়; ঠিক যেমন অস্ট্রেলিয়া একদা আক্রমণাত্মক তরুণ রিকি পন্টিংকে ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে সঠিক পথ দেখিয়েছিল। বৈভব ইতিমধ্যেই বড় মঞ্চে নিজেকে জানান দিয়েছেন, এখন শিখতে হবে ড্রেসিংরুমে বসে ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া; ১৫ বছর বয়সে যে সংযম হয়তো তাঁর প্রতিভার চেয়েও বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

নানার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কোহলিরা

এমনিতে তিনি ছিলেন সুপারস্টার। দেশের অন্যতম সেরা অভিনেতা। দিনভর কাটত ব্যস্ততায়। কিন্তু শত ব্যস্ততার মাঝেও একটা জিনিস মিস করতেন না। সেটা হল ক্রিকেট। আর পাঁচজন ভারতীয়র মতোই নানা পাটেকর ছিল আদ্যন্ত ক্রিকেটপ্রেমী। শুধু নিয়মিত খেলার খবর রাখা নয়, ভারতের খেলা থাকলে নাওয়াখাওয়া ভুলে চোখ রাখতেন টিভির পর্দায়। এ হেন অভিনেতার প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই শোকবিশ্বল ক্রীড়ামহল। বিরাট কোহলির খেলা বড় ভালোবাসতেন নানা। কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শোনা যায়, তবিরাত এমন একজন ক্রিকেটার, যাকে আমি খুব পছন্দ করি। যখন বিরাট দ্রুত আউট হয়ে যায়, তাহলে আমার আর খাবার খেতে ইচ্ছে করে না। দ ওই মন্তব্যেই বোঝা যায়, নানা কতটা ক্রিকেট পছন্দ করতেন। বর্ষীয়ান অভিনেতার প্রয়াণে স্বভাবতই শোকস্তব্ধ বিরাট কোহলি। তিনি সোশাল মিডিয়ায় এক বার্তায় লিখেছেন, তভারতীয় সিনেমা জগৎ আজ সত্যি এক কিংবদন্তিকে হারাল। নানা পাটেকর সাব, আপনার কাজ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ওম শান্তি! দ টিম ইন্ডিয়ায় আরেক ক্রিকেটার অজিঙ্ক রাহানে বলছেন,



এমনিতে তিনি ছিলেন সুপারস্টার। দেশের অন্যতম সেরা অভিনেতা। দিনভর কাটত ব্যস্ততায়। কিন্তু শত ব্যস্ততার মাঝেও একটা জিনিস মিস করতেন না। সেটা হল ক্রিকেট। আর পাঁচজন ভারতীয়র মতোই নানা পাটেকর ছিল আদ্যন্ত ক্রিকেটপ্রেমী।

তান্না পাটেকরজি এক অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, যাঁর কাজ অনেক প্রজন্মকে বিনোদন দিয়েছে ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর প্রয়াণের খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। দ স্বয়ং ক্রিকেট ঈশ্বর কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। তিনি বলছেন, তান্না পাটেকর বড় সাধাসিধা, মাটির মানুষ। ওর কাজের মধ্যেও সততা ছিল। মারাঠা হোক বা হিন্দি, যে কোনও চরিত্রকে অন্য মাত্রা দিতেন তিনি। দ নানার প্রয়াণে

শোকপ্রকাশ করেছেন যুবরাজ সিংও। তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখলেন, তআমার দেখা অন্যতম সেরা অভিনেতা। ভারতীয় সিনেমা সত্যিকারের কিংবদন্তিকে হারাল। বহু সিনেমায় ওর কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করেছে। শুধু ওর উপস্থিতি, অবিস্মরণীয় পারফরম্যান্স ভোলার নয়। দ শিখর ধওয়ান বলছেন, তান্না পাটেকর সাব আপনার অভিনয় আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রেরণা দেবে।

যুবভারতীতে উরুগুয়ের ছয় গোলের সুনামি

শুরুতেই স্বপ্ন দেখিয়ে শেষমেশ বাস্তবতার কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়ল ভারত। মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রীতি ম্যাচে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের কাছে ১-৬ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হলো খালিদ জামিলের দল। তবে চরম হতাশার রাতও ৩৭ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন অনিরুদ্ধ থাপা। ১৯৮২ সালের নেহরু কাপে মানস ভট্টাচার্যের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে উরুগুয়ের জালে বল জড়ানোর অনন্য কীর্তি গড়লেন তিনি। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল উরুগুয়ে। ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সফরকারীদের এগিয়ে দেন ডারউইন নুনেজ। পিছিয়ে পড়েও দমে যায়নি বু টাইগার্সরা। ২২ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের দূরপাল্লার শট উরুগুয়ে গোলরক্ষক থিয়াগো কার্দোজো ঠিকমতো সামলাতে না পারলে ছিটকে আসা বল জালে জড়িয়ে ভারতকে ১-১ সমতায় ফেরান থাপা। মুহূর্তেই গর্জে ওঠে যুবভারতী। কিন্তু সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। বজ্রপাত ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্রায় আধঘণ্টা ম্যাচ বন্ধ থাকার পর খেলা শুরু হতেই ভারতের রক্ষণকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় উরুগুয়ে। ২৯ ও ৫৯ মিনিটে জোড়া গোল করেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো। এরপর ৫৩ মিনিটে রদ্রিগো সালাসার, ৭১ মিনিটে হুয়ান ম্যানুয়েল সানারিয়া এবং ৮৭ মিনিটে রদ্রিগো আণ্ডয়েরের গোল ভারতের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়।